POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড
2
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা
16
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 20 শে এপ্রিল, 2017 20 শাহাদত, 1396 হিজরী শামসী 22 রজব 1438 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

তোমাদের মধ্যে সে-ই অধিক মহৎ, যে আপন ভাইয়ের অপরাধ অধিক ক্ষমা করে এবং হতভাগ্য সে, যে হঠকারিতা করিয়া ক্ষমা করে না।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

খোদা তা'লা চাহেন যেন, তোমাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি তোমাদের নিকট হইতে এক মৃত্যু চাহেন যাহার পর তিনি তোমাদিগকে এক নূতন জীবন দান করিবেন। তোমরা পরস্পর শীঘ্র বিবাদ মীমাংসা করিয়া ফেল এবং আপন ভাইদের অপরাধ ক্ষমা কর। কারণ, যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের সহিত বিবাদ মীমাংসা করিতে রাজি নহে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা হইবে; কেননা সে বিভেদ সৃষ্টি করে। তোমরা স্বীয় ইন্দ্রিয়ের বশবর্তিতা সর্বতোভাবে পরিহার কর এবং পারস্পরিক মনোমালিন্য পরিত্যাগ কর। সত্যবাদী হইয়াও মিথ্যাবাদীর ন্যায় নিজেকে হেয় জ্ঞান কর যেন তোমাদিগকে মার্জনা করা হয়। রিপুর স্থূলতা বর্জন কর; কারণ যে দ্বার দিয়া তোমাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে, সেই দ্বার দিয়া কোন স্থূল-রিপু-বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রবেশ করিতে পারিবে না। কত হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে, আল্লাহ্‌র মুখ-নিঃসৃত বাণী, যাহা আমার দ্বারা প্রচারিত হইতেছে, তাহা মানে না! তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

তোমাদের মধ্যে সে-ই অধিক মহৎ, যে আপন ভাইয়ের অপরাধ অধিক ক্ষমা করে এবং হতভাগ্য সে, যে হঠকারিতা করিয়া ক্ষমা করে না। সুতরাং তাহার সহিত আমার সম্পর্ক নাই। খোদা তা'লার অভিশাপ হইতে অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিও কেননা তিনি অতি পবিত্র এবং আত্মমর্যাদাভিমানী। পাপাচারী খোদার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না; অহঙ্কারী তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না; অত্যাচারী তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না; বিশ্বাসঘাতক তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না; এবং যে ব্যক্তি তাঁহার নামের সম্মান রক্ষা করিতে ব্যগ্র নহে, যে তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। কুকুর, পিপীলিকা বা শকুনের মত যাহারা সংসারাসক্ত এবং সংসার সম্ভোগে নিমগ্ন তাহারা তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না, প্রত্যেক অপবিত্র চক্ষু তাঁহা হইতে দূরে। প্রত্যেক পাপাসক্ত মন তাঁহার সম্বন্ধে অজ্ঞ। যে ব্যক্তি তাহার জন্য অগ্নিতে নিপতিত, তাহাকে অগ্নি হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে। যে তাঁহার জন্য কাঁদে, সে হাসিবে। যে তাঁহার জন্য দুনিয়াকে বিসর্জন দেয়, সে তাঁহাকে লাভ করিবে। তোমরা সত্যনিষ্ঠা, পূর্ণ সততা ও তৎপরতার সহিত অগ্রসরমান হইয়া খোদা তা'লার বন্ধু হইয়া যাও যেন তিনিও তোমাদের বন্ধু হইয়া যান। তোমরা নিজ অধীনস্তদের প্রতি, আপন স্ত্রীগণের ও গরীব ভাইদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর যেন আকাশে তিনিও তোমাদের উপর দয়া প্রদর্শন করেন। তোমরা যথার্থই তাঁহার হইয়া যাও। যেন তিনি তোমাদের হইয়া যান।.....

স্মরণ রাখিও যে, মুক্তি সেই জিনিষের নাম নহে যাহা মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইবে, বরং প্রকৃত মুক্তি ইহাই যাহা এই দুনিয়াতেই স্বীয় জ্যোতিঃ প্রদর্শন করিয়া থাকে। মুক্তি প্রাপ্ত কে? সেই ব্যক্তি, যে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্ সত্য এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁহার ও তাঁহার সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যবর্তী শাফী এবং আকাশের নীচে তাঁহার সম মর্যাদা বিশিষ্ট অপর কোন রসূল নাই। কুরআনের সমতুল্য আর কোন গ্রন্থ নাই। অন্য কাহাকেও খোদা তা'লা চিরকাল জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করেন নাই কিন্তু এই মনোনীত নবী চিরকালের জন্য জীবিত। তাঁহার চিরকাল জীবিত থাকার জন্য খোদা তা'লা এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, তাঁহার শরীয়ত-ভিত্তিক আধ্যাত্মিক কল্যাণকে কেয়ামত পর্যন্ত জারী রাখিয়াছেন। অবশেষে তাঁহার রূহানী কল্যাণধারায় খোদা তা'লা এই প্রতিশ্রুত মসীহকে দুনিয়াতে প্রেরণ করিয়াছেন যাঁহার আগমণ ইসলামের সৌধটিকে পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য জরুরী ছিল। কেননা দুনিয়া লয় প্রাপ্তির পূর্বে মুহাম্মদী সিলসিলার জন্য আধ্যাত্মিক গুণের একজন মসীহকে প্রেরণ করা আবশ্যক ছিল যেরূপ মূসায়ী সিলসিলার জন্য তাহা করা হইয়াছিল।

(কিশতিহ নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ১২-১৪)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

লজ্জাশীল পোশাক এবং পর্দা আমাদের ঈমানকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আবশ্যক। যদি আমরা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে চাই তবে এর শিক্ষামালাকে মেনে চলতে হবে।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর নির্দেশের আলোকে পর্দার গুরুত্ব

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) ১৩ জানুয়ারী ২০১৭ তারিখে প্রদত্ত খুতবায় বলেন:

“প্রথম কথা যা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত তা হল এই যে, যদি আমরা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে চাই তবে এর শিক্ষামালাকে মেনে চলতে হবে। যদি আমরা ঘোষণা দিয়ে থাকি যে, আমরা মুসলমান এবং এই ধর্মের উপর আমরা প্রতিষ্ঠিত তবে এই আদেশমালা মেনে চলতে হবে। আল্লাহ্ তা’লা এবং তাঁর রসুল (সা.)-এর নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

সুতরাং লজ্জাশীল পোশাক এবং পর্দা আমাদের ঈমানকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আবশ্যক। প্রত্যেক আহমদী কন্যা-সন্তান যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে মান্য করে, সে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রধান্য দেওয়ার অঙ্গিকার করেছে। একজন আহমদী সন্তান, একজন আহমদী যুবক এবং একজন আহমদী মহিলা যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে মান্য করেছে তারা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গিকার করেছে। এই প্রধান্য দেওয়া তখনই প্রমাণিত হবে যখন ধর্মের শিক্ষার উপর অনুশীলন হবে। এটিও আমাদের সৌভাগ্য যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদের জন্য প্রত্যেকটি বিষয় স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছেন। তিনি (আ.) পর্দহীনতা এবং লজ্জাহীনতা সম্পর্কে একস্থানে বলেন-

“ ইউরোপের ন্যায় পর্দহীনতার উপরও মানুষ জোর দিচ্ছে, কিন্তু এটি সম্পূর্ণ অনুচিত কর্ম। মহিলাদের এই স্বাধীনতাই সমস্ত প্রকারের বিশৃঙ্খলা ও অবাধ্যতাপূর্ণ আচরণের মূল। যে সমস্ত দেশ এই ধরণের স্বাধীনতাকে প্রচলন দিয়েছে তাদের নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটু অনুমান করুন। যদি মহিলাদের স্বাধীনতা এবং পর্দাহীনতার ফলে তাদের সতীত্ব ও পবিত্রতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে তবে আমরা স্বীকার করব যে, আমরা ভুল। কিন্তু নারী ও পুরুষ যখন যৌবনে পদার্পণ করে আর সেই সময় তারা লাগামহীন হয়ে পর্দাহীনতা অবলম্বন করে তখন তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কোন বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছাবে তা স্পষ্টরূপে অনুমান করা যায়। ”

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৪-১৩৫)

বর্তমান যুগে আমরা সমাজের মধ্যে যে সমস্ত কদাচার দেখতে পাই তা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রত্যেকটি বাক্যকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করছে। অতএব প্রতেক আহমদী নারী ও পুরুষের উচিত নিজেদের সম্ভ্রমশীলতার উচ্চ মান বজায় রেখে সমাজের কলুষতা থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করা। ‘পর্দা কেন আবশ্যক’- এমন প্রশ্নের অবতারণা করা বা পর্দার বিষয়ে হীনমন্যতার শিকার হওয়া উচিত নয়।”

আমরা দোয়া করি যেন আল্লাহ্ তা’লা আমাদেরকে পর্দার গুরুত্ব অনুধাবন করার তৌফিক দান করেন। আমীন

(নাযারত ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)

হযরত ঈসা (আ.) কর্তৃক প্রদর্শিত কিছু মোজেযা বা নিদর্শনের অন্তর্নিহিত প্রকৃত-ব্যাখ্যা:

পবিত্র কুরআনের সূরা ইমরানের ৫০ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে:

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

“আর সে বনী ইসরাঈলদের প্রতি রসূল হবে। (আর সে বলবে,) ‘আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক নিদর্শনসহ এসেছি। নিশ্চয় আমি তোমাদের জণ্য পাখিদের (পালন) প্রক্রিয়ায় কাদামাটি থেকে অনুরূপ (এক নমুনা) সৃষ্টি করব। এরপর আমি এতে ফুৎকার করব। এর ফলে এটি আল্লাহ্ আদেশে (আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণশীল) পাখিতে পরিণত হবে। আর আল্লাহ্ আদেশে আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করবো এবং (আধ্যাত্মিকভাবে) মৃতদের জীবন দান করবো। আর তোমরা কী খাবে ও তোমাদের বাড়িঘরে কী জমা করবে তা বলে দিবে। তোমরা যদি ঈমান এনে থাক নিশ্চয় এতে তোমাদের জণ্য এক বড় নিদর্শন রয়েছে।”

উপরোক্ত আয়াতে ব্যবহৃত কতগুলো শব্দ এবং শব্দ-সমষ্টির ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, যাতে আলোচ্য-বিষয়টির সঠিক অর্থ উপলব্ধি করা সহজতর হয়।

(ক) ‘বনী ইসরাঈলদের প্রতি রসূল’, এ শব্দগুলি বলে দিচ্ছে, ঈসা (আ.)-এর ধর্ম, প্রচার-কার্য ও দায়িত্ব ইসরাঈলীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে পাঠানো হয়েছিল। তিনি সারা বিশ্বের জন্য আসেন নি (মথি ১০ঃ৫-৬; ১৫ঃ২৪;১৯ঃ২৮; প্রেরিত ঃ ৩ঃ২৫-২৬; ১৩ঃ৪৬; লুক ১৯ঃ১০; ২২ঃ২৮-৩০)।

(খ) ‘তায়র’ অর্থ পাখি। রূপক বা অলঙ্কারিক-ব্যবহার অনুযায়ী পাখির অর্থ উচ্চ ও উর্দ্ধগামী আধ্যাত্মিক স্তরের মানব। যেমন-সিংহ (আক্ষরিক অর্থে পশুরাজ সিংহ) বলতে বীর পুরুষকে বোঝায়, আর ‘দাব্বাহ্’ (পোকা) বলতে নিষ্কর্মা, হীন ও ঘোর সংসারাক্ত ব্যক্তিকে বোঝায় (৩৪ঃ ১৫)।

(গ) ‘তীন’ অর্থ কাদামাটি, মাটি, নরম মাটি, ইত্যাদি। রূপকভাবে ‘আত্তীন’ অর্থ এমন মানুষ, যার মধ্যে এত নমনীয়তার গুণ রয়েছে যে, তাকে যেকোন প্রকৃতিতে গড়ে তোলা যায়। আমরা এরূপ স্বভাবের মানুষকে সাধারণত ‘মাটির মানুষ’ বলে থাকি।

(ঘ) ‘হায়য়াত’ অর্থ আকৃতি, নমুনা, রূপ, অবস্থান, ধরণ, পদ্ধতি।

(ঙ) ‘খালাকা’ অর্থ সে ওজন করল, নকশা প্রণয়ন করল, আকৃতি দিল বা পরিকল্পনা করল, আল্লাহ্ উৎপন্ন করলেন, সৃষ্টি করলেন বা অস্তিত্ব দান করলেন এমন বস্তু বা জীবকে বোঝায়, যার নমুনা, আদর্শ বা সমরূপ পূর্বে ছিল না, অর্থাৎ তিনিই একে প্রথম সৃষ্টি করলেন।

(চ) ‘আকমাহ্’ অর্থ রাতকানা, জন্মান্ধ, যে পরে অন্ধ হয়েছে, যার জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি-শক্তি নেই। (মুফ্‌রাদাত)

(ছ) ‘উবরিয়ু’ শব্দটি ‘বারিয়া’ থেকে উৎপন্ন। ‘বারিয়া’ অর্থ সে (অমুক বস্তু বা দোষারোপ থেকে) মুক্তি পেল। ‘উবরিয়ু’। অর্থ আমি দোষমুক্ত বা রোগমুক্ত করি, আমি অমুককে তার প্রতি আরোপিত দোষ থেকে মুক্ত ঘোষণা করি।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, বাইবেলে কোথাও উল্লেখ নেই, ঈসা (আ.) মু’জিযা দেখানোর জন্য পাখি সৃষ্টি করে আকাশে উড়িয়েছিলেন। সত্যি সত্যি যদি ঈসা (আ.) পাখি তৈরী করে থাকতেন, তাহলে বাইবেল তা উল্লেখ না করে কীভাবে ও কেন চুপ করে থাকলো? আল্লাহ্‌র কোন নবী পূর্বে এ ধরণের ঐশী-নিদর্শন দেখাননি, অথচ বাইবেল এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব, এটা আশ্চর্য নয় কি? বাইবেলে এ মহা-নিদর্শনের উল্লেখ থাকলে সকল নবীর উপর ঈসা (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হতো এবং পরবর্তীকালের খৃষ্টানেরা ঈসার প্রতি যে ঈশ্বরত্ব আরোপ করেছে, তা কিছুটা সমর্থন লাভ করত।

পাখি সৃষ্টির প্রকৃত অর্থ:

‘খালক’ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়:

(১) মাপ ও বা ওজন করা, পরিমাণ ঠিক করা, নক্‌শা তৈরী করা, (২) আকৃতি দেওয়া, তৈরী করা, সৃষ্টি করা, ইত্যাদি। এখানে প্রথোমক্ত অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত। ‘সৃষ্টি করা’ অর্থে ‘খালক’ শব্দটি কুরআনের কোথাও আল্লাহ্‌র কাজ ছাড়া অন্য কারও কাজ বলে স্বীকৃতি পায় নি। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো প্রতি এ গুনটি কুরআনের কোথাও আরোপিত হয় নি। (১৩ঃ১৭, ১৬ঃ২১; ২ঃ৭৪; ২৫ঃ৪; ৩১ঃ১১-১২; ৩৫ঃ৪১ এবং ৪৬ঃ৫)। উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে এবং ‘কাদামাটি’র রূপক-অর্থ সম্মুকে রেখে ‘আমি তোমাদের জন্য পাখিদের (পালন) প্রক্রিয়ায় কাদামাটি থেকে অনুরূপ (এক নমুনা) সৃষ্টি করবো। এরপর এতে আমি ফুঁ দিব। এতে করে এটা আল্লাহ্‌র আদেশে (আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণশীল) ‘পাখিতে পরিণত হবে’, ইত্যাদি কথার মর্ম বুঝবার চেষ্টা করলে এর তাৎপর্য

এরপর সাতের পাতায়.....

জুমআর খুতবা

মুসলিম বিশ্বে ধর্মীয় উগ্রতা এবং আইনহীনতা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আর আমাদের দেশেও মুসলমানদের পক্ষ থেকে সন্ত্রাসী হামলা হচ্ছে। যদিও উগ্রপন্থী শ্রেণী এবং মুসলমান দেশ সমূহে বিদ্রোহী শ্রেণীকে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ থেকেই নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অস্ত্র সরবরাহ করা হয় এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষ রয়েছে এর বহিঃপ্রকাশ হিসেবে কিছু পরাশক্তি বড় ধূর্ততার সাথে এই দলগুলোকে সংঘবদ্ধ করেছে। একদিকে বিভিন্ন সরকারকে প্রকাশ্যে এবং গোপনে সাহায্য করা হচ্ছে। অপরদিকে বিদ্রোহীদের এবং অনুরূপভাবে উগ্রপন্থী দলগুলোকেও কোন না কোনভাবে সাহায্য করা হচ্ছে। যদি এই সাহয্য দেয়া না হয় তাহলে কোন দল বা সরকার এত দীর্ঘ যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারে না।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, যখনই মুসলমানদের ক্ষতি হয়েছে, মুসলমানদের নিজেদের অপকর্ম, ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ এবং পরস্পরের অধিকার হরণ আর ব্যক্তিস্বার্থকে জাতিগত ও সম্প্রদায়গত স্বার্থের উপর প্রাধান্য দেওয়ার কারণেই হয়েছে। ইসলামী শিক্ষাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন আর নিজেদের মহান উদ্দেশ্যকে অবজ্ঞা করার কারণে হয়েছে।

আরবদেশসমূহে এই যুলুম এবং অত্যাচার বেড়েই চলেছে। আহমদীদেরকে তারা ভীত-ত্রস্ত রেখেছে। আদালত নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিয়ে আহমদীদেরকে কারাগারে পাঠাচ্ছে। কতককে এক থেকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলেছে, আমরা আগত ইমামকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছি, আর এজন্য মেনেছি যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) আমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন।

যারা যুলুম এবং অত্যাচার করছে, আর ইসলামের নামে এবং আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর নামে যারা এই অন্যায় করছে, তাদেরও স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা নির্যাতিতদের দেখছেন,আর নির্যাতিতদের দোয়া আল্লাহ্‌র আরশে পৌঁছাচ্ছে এবং পৌঁছে থাকে। তাঁর আদালতে যদি রায় প্রদান করা হয় তাহলে এসব অত্যাচারীদের ইহকাল এবং পরকাল উভয়ই ধ্বংস হবে। অতএব খোদার তকদীর এবং নিয়তিকে এদের ভয় করা উচিত।

তবলীগের জন্য, ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের জন্য, ইসলামের প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা তুলে ধরার জন্য যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে কথা বলতে হবে। সেভাবে নয় যেভাবে আজকের নামধারী উলামা বা উগ্রপন্থীরা করছে।

আমরা যখন তবলীগ করি এবং ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা জগতের সামনে তুলে ধরি তখন ইসলাম-বিরোধী শক্তিগুলো সব সময় আমাদের এই উত্তরই দেয় যে, তোমরা এত শান্তিপ্রিয় কিন্তু মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী তোমাদের মুসলমানই মনে করে না। তাই তোমরা ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার রাখ না।

এমন পরিস্থিতিতে আমাদের জন্য সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ আরো বড় হয়ে দাঁড়ায়। সব আহমদীর এমন পরিস্থিতিতে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে যে, আহমদীর প্রতিটি কাজ এবং কথা যেন ইসলামের প্রতিচ্ছবি হয়। তবলীগ না করলেও তার কথা ও কর্ম যেন ইসলামের বাণী প্রচারকারী হয়। এক্ষেত্রে হিকমত এবং প্রজ্ঞাকে আমাদের সামনে রাখা চায়।

এদের বেশির ভাগই ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত মর্ম এবং অর্থ জানে না। যেখানেই আমাদের জামা'তের পর্যাপ্ত সংখ্যায় আহমদী রয়েছে, সেখানে প্রচলিত অনুষ্ঠানমালা যেমন তবলিগী অনুষ্ঠান সমূহের পাশাপাশি ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা প্রচারের জন্য কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। যেসব দেশে ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপশক্তি মাথাচাড়া দিচ্ছে তাদের খণ্ডনের জন্য যদি কেউ সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত চেষ্টা করতে পারে তাহলে কেবল জামা'তে আহমদীয়াই তা করতে পারে। অন্যান্য মুসলমানের জন্য ইসলামের সৌন্দর্য প্রকাশ এবং এর বাণী প্রচারের কাজ করা সম্ভবই নয়। তাদের সেই সংগঠন নেই আর সেই জ্ঞানও নেই। এই কাজ এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত লোকদের জন্য নির্ধারিত। অতএব, এই কথার গুরুত্ব আমাদেরকে বুঝতে হবে।

"ইসলামের হেফাযত ও সুরক্ষা আর সত্য প্রকাশের জন্য সর্ব প্রথম যে দিক রয়েছে তা হল, তোমরা সত্যিকার মুসলমানের জীবন্ত নিদর্শন হও। আর দ্বিতীয় দিক হল, পৃথিবীতে এর সৌন্দর্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার ও প্রসার কর।"

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন, আমরা যেন নিজেদের জীবন এ অনুসারে অতিবাহিত করতে পারি, আর প্রকৃত মুসলমানের জীবন্ত নিদর্শন যেন আমরা হতে পারি। আর সকল বিরোধিতা সত্ত্বেও ইসলামের সৌন্দর্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব যেন পৃথিবীতে প্রচার করতে পারি। সেই সাথে আমাদের প্রত্যেকেই যেন সত্যিকার ইসলামের হেফাযতকারী এবং সত্যের প্রচারক হয়।

মৌলানা হাকিম মহম্মদ দ্বীন সাহেব (কাদিয়ান), মাননীয় ফযলে ইলাহি আনোয়ারী সাহেব (জার্মানি) এবং মাননীয় ইব্রাহিম বিন আব্দুল্লাহ্ আগযুল (মরোক্কো) - সাহেবের এর মৃত্যু। মরহুমীনদের প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে **প্রদত্ত** ১৭মার্চ , ২০১৭, **এর জুমুআর খুতবা (** ১৭ আমান, **১৩৯৬ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজকাল আমরা দেখি যে, পাশ্চাত্য এবং উন্নত বিশ্বে চরম দক্ষিণপন্থী বা উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ ও পার্টির গ্রহণযোগ্যতা এবং গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্লেষকরা এ সম্পর্কে অনেক কিছু লিখে থাকে যে, বর্তমান সরকার বা যারা অভিবাসন নীতির ক্ষেত্রে তত উগ্র নয়, তাদের অভিবাসন নীতির ফলাফল স্বরূপ এ সবকিছু হচ্ছে, এছাড়াও উগ্র জাতীয়তাবাদের আরো কিছু কারণ আছে। কিন্তু এ সব কিছুর জন্য দায়ী করা হয় মুসলমানদের এবং দাবী তোলা হয় যে এসব দেশে মুসলমানদের প্রবেশাধিকার বন্ধ হওয়া উচিত, এদের নিষিদ্ধ করা উচিত। কেননা, এরা আমাদের সাথে মিলেমিশে থাকে না, পৃথক ও বিচ্ছিন্ন থাকতে চায়। তাদের দৃষ্টিতে ইসলাম হল কট্টরপন্থী বা উগ্রপন্থী ধর্ম। আর তাদের মতে এরা অর্থাৎ মুসলমানরা সেই উগ্রতারই অনুসরণ করে। অথবা

বলা হয় যে, এদের যদি আমাদের সাথে থাকতে হয় তাহলে নিজেদের ঐতিহ্য ও রীতিনীতি পরিহার করে আমাদের রীতি এবং জীবন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। আর যদি এমনটি না করে, তাহলে এর অর্থ হবে এরা আমাদের সাথে মিশতে চায় না এবং আমাদের মূল ধারার অংশ হতে চায় না। নিজেদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী যদি এরা অটুট রাখতে চায় বা রাখে, কিংবা নিজেদের স্বতন্ত্রতা যদি বজায় রাখতে চায় তাহলে এর অর্থ হবে আমাদের দেশের জন্য এরা ক্ষতিকর হতে পারে। এটি বড়ই অজ্ঞতা প্রসূত দৃষ্টিভঙ্গী যে, মুসলমানদের মসজিদের মিনার আমাদের জন্য ক্ষতিকর, তাদের মহিলাদের পর্দা করা আমাদের জন্য ক্ষতিকর, তাদের মহিলাদের পুরুষের সাথে করমর্দন না করা বা পুরুষের মহিলাদের সাথে মুসাফা না করা আমাদের জন্য ভয়ের কারণ। যুক্তরাজ্যে বিরলই হয়তো এমন রাজনীতিবিদ হবে বা দু'একজনই হয়তো এমন দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করে থাকবে, কিন্তু অন্যান্য দেশে এ সম্পর্কে অনেক হৈচৈ রয়েছে, আর নিত্য দিন এ সম্পর্কে রাজনীতিবিদদের বিবৃতিও প্রচারিত হচ্ছে। একইসাথে তারা এই যুক্তিও দেয় যে, দেখ, মুসলমানরা যে আমাদের জন্য বিপজ্জনক তা এ কথা থেকেও প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম বিশ্বে ধর্মীয় উগ্রতা এবং আইনহীনতা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আর আমাদের দেশেও মুসলমানদের পক্ষ থেকে সন্ত্রাসী হামলা হামলা হচ্ছে।

এদের বাকি সব কথা তো নিঃসন্দেহে ইসলামের বিরোধিতায় তারা বলে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের এ কথাটি সত্য যে, মুসলমান দেশ সমূহে এবং মুসলিম বিশ্বে উগ্র ধর্মীয় মতবাদ রয়েছে এবং এখানে এমন উগ্রপন্থীদের পক্ষ থেকে হামলাও হচ্ছে। আমি যেমনটি আমি বলেছি, এই আপত্তি করার সুযোগও মুসলমানরাই তাদেরকে দিয়েছে। বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাসও বিরাজ করছে, উগ্রতাও রয়েছে আর এখানে হামলাও হচ্ছে।

যদিও উগ্রপন্থী শ্রেণী এবং মুসলমান দেশ সমূহে বিদ্রোহী শ্রেণীকে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ থেকেই নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অস্ত্র সরবরাহ করা হয় এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষ রয়েছে এর বহিঃপ্রকাশ হিসেবে কিছু পরাশক্তি বড় ধূর্ততার সাথে এই দলগুলোকে সংঘবদ্ধ করেছে। একদিকে বিভিন্ন সরকারকে প্রকাশ্যে এবং গোপনে সাহায্য করা হচ্ছে। অপরদিকে বিদ্রোহীদের এবং অনুরূপভাবে উগ্রপন্থী দলগুলোকেও কোন না কোনভাবে সাহায্য করা হচ্ছে। যদি এই সাহয্য দেওয়া না হয় তাহলে কোন দল বা সরকার এত দীর্ঘ যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারে না।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, যখনই মুসলমানদের ক্ষতি হয়েছে, মুসলমানদের নিজেদের অপকর্ম, ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ এবং পরস্পরের অধিকার হরণ আর ব্যক্তিস্বার্থকে জাতিগত ও সম্প্রদায়গত স্বার্থের উপর প্রাধান্য দেওয়ার কারণেই হয়েছে, ইসলামী শিক্ষাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন আর নিজেদের মহান উদ্দেশ্যকে অবজ্ঞা করার কারণে হয়েছে। নিজেদের আধ্যাত্মিক অবস্থা উন্নত করে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশের অনুসরণ করার পরিবর্তে জাগতিক লোভ-লিপ্সা এবং জাগতিক সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনই সরকার, অন্যান্য রাজনীতিবিদ এবং আলেমদের একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। আর আলেমরা ধর্মের ছত্রছায়ায় বা ধর্মের নামে উম্মতকে অমানিশার গহ্বরে ঠেলে দেওয়ারক্ষেত্রে নিজেদের ভূমিকা পালন করেছে। অথচ যুগের অবস্থা দেখে আর খোদার প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে বর্তমান অবস্থার যে দাবি ছিল তা নিয়ে চিন্তা করা উচিত ছিল, আর এটি দেখা উচিত ছিল যে, এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের সেই ব্যক্তির সন্ধান করা উচিত যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা পূর্বেই অবহিত করেছিলেন যে, এমন পরিস্থিতিতে সেই ব্যক্তি ঈমানকে সুরাইয়্যা নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনবেন আর ইসলামের হারিয়ে যাওয়া সম্মান এবং মুসলমানদের ঈমানকে পুনর্বহাল করবেন। তারা শুধু এই বিষয়েই বেপরোয়া হয়ে উঠে নি বরং খোদার প্রেরিত ব্যক্তির বিরোধিতায় এতটা সীমা ছাড়িয়ে গেছে যে, পৃথিবীর সকল মুসলমান দেশ, বরং অমুসলিম দেশে পৌঁছেও এর বিরোধিতায় হিংসা, বিদ্বেষ এবং শত্রুতায় এতটা সীমালঙ্ঘন করেছে যা অকল্পনীয়। সেই সাথে খোদা তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে যাকে পাঠিয়েছেন, তার মান্যকারীদেরকেও ঘৃণ্যভাবে অত্যাচারের লক্ষ্যে পরিণত করেছে। পাকিস্তানে আইনের ছত্রছায়ায় এই যুলুম এবং নির্যাতন চলছে। সেখানে বেশ কয়েক দশক থেকেই এমনটি হচ্ছে। আরো কিছু ইসলামী দেশেও মোল্লাদের ভয়ে এবং অত্যাচারী কর্মকর্তাদের কারণে আহমদীদের যুলুম এবং নির্যাতনের শিকারে পরিণত হতে হচ্ছে বা যুলুম ও অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে পরিস্থিতি কিছুটা ভালো হলেও কত দিন এমন থাকবে তা আমরা জানি না। আল্লাহ্ তা'লা আহমদীদের হেফাযত করুন। কিন্তু আরবদেশসমূহে এই যুলুম এবং অত্যাচার বেড়েই চলেছে। আহমদীদেরকে তারা ভীত-ত্রস্ত রেখেছে। আদালত নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিয়ে আহমদীদেরকে কারাগারে পাঠাচ্ছে। কতককে এক থেকে তিন বছরের কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে। শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলেছে, আমরা আগত ইমামকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছি, আর এজন্য মেনেছি যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) আমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন। যারা কারাগারে জীবন যাপন করছেন বা যাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে,অথবা যারা শাস্তির অপেক্ষায় রয়েছে আর পুলিশ কাস্টডিতে আছে, যাদেরকে ভীত-ত্রস্ত করে রাখা হয়েছে, তাদের সংখ্যা দুই শতাধিক হবে। এদের সকলেই এত কঠোর পরিস্থিতি সত্ত্বেও বলেছেন যে, আমাদের সাথে যত কঠোর ব্যবহারই কর না কেন, আমরা ঈমান থেকে বিচ্যুত হবো না।

অতএব এক আহমদী যখন ঘোষণা করে যে, আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-কে যাবতীয় বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিব আর এর জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগও যদি স্বীকার করতে হয় তা করব, তো এমন আহমদীর ঈমানকে কেউ নষ্ট করতে পারে না। কিন্তু যারা যুলুম এবং অত্যাচার করছে, আর ইসলামের নামে এবং আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর নামে যারা এই অন্যায় করছে, তাদেরও স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা নির্যাতিতদের দেখছেন,আর নির্যাতিতদের দোয়া আল্লাহ্র আরশে পৌঁছাচ্ছে এবং পৌঁছে থাকে। তাঁর আদালতে যদি রায় প্রদান করা হয় তাহলে এসব অত্যাচারীদের ইহকাল এবং পরকাল উভয়ই ধ্বংস হবে। অতএব খোদার তকদীর এবং নিয়তিকে এদের ভয় করা উচিত। আহমদীদের উপর যুলুম এবং অত্যাচার করার পরিবর্তে নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থার উপর তাদের দৃষ্টি রাখা উচিত। ইসলামের সুন্দর শিক্ষাকে এরা যে দুর্নাম করছে, তাদের দেখা উচিত, এদের জীবনের উদ্দেশ্য কি আল্লাহ্ তা'লা এটিই উল্লেখ করেছেন?

যদি এই সমস্ত আলেমের হৃদয়ে ইসলামের জন্য বেদনা থাকতো, যাদের ফতোয়ার পিছনে রয়েছে বিভিন্ন সরকার এবং আদালতের বিচারক, তাহলে যখন চতুর্দিক থেকে ইসলামের উপর আপত্তি করা হচ্ছে এমন পরিস্থিতিতে সব আলেমের ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভাবার কথা ছিল, কেননা খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, ইসলাম সারা পৃথিবীতে প্রসার এবং বিস্তার লাভ করবে। কিন্তু এখানে ইসলাম দুর্নাম হচ্ছে। এর কারণ কী? সন্ত্রাসী এবং উগ্রপন্থী দলগুলোর মাধ্যমে ইসলাম জয়যুক্ত হবে? আল্লাহ্ তা'লা কি এই কথা বলেছেন যে, হত্যা এবং রক্তক্ষয় আর লুটপাটের মাধ্যমে ইসলামের প্রসার কর? ইসলামের কাছে কি যুক্তি এবং প্রমাণ নেই, যার মাধ্যমে এর প্রচার এবং প্রসার সম্ভব হতে পারে? কেবল ভিন্ন মত পোষণকারী বিরোধী পক্ষের এবং অন্যান্য ধর্মের নিরীহ মানুষ, শিশু, নারী এবং বয়ঃবৃদ্ধদের হত্যা করে ইসলাম সেবা হবে? যদি এটিই তাদের চিন্তাধারা হয়ে থাকে আর অধিকাংশ আলেমদের উগ্রপন্থী চিন্তাধারা থেকে এটিই বোঝা যায় যে, তাদের চিন্তাধারা এবং ধ্যান-ধারণা এটিই, তাহলে এমন মানুষই আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর নির্দেশের প্রতি অবাধ্য। এদের ভাগ্যে সফলতা জুটবে না। এমন অপকর্ম অবশ্যই ঐশী শাস্তিকে আমন্ত্রণ জানায়। ক্ষমতা এবং সরকারের ছত্রছায়ায় আহমদীদের উপর যুলুম ও নির্যাতন করে এবং ইসলামের নামে অপকর্ম করে যাকে এরা সাফল্য ভাবছে, তাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, একদিন আল্লাহ্র দরবারেও উপস্থিত হতে হবে। আর সেখানে এসব যুলুম এবং নির্যাতনের জন্য জিজ্ঞাসাবাদেরও সম্মুখীন হতে হবে।

মুসলমানদের অবস্থা এখন বড়ই শোচনীয়। আমি যেভাবে বলেছি, একদিকে নামধারী মৌলভী শ্রেণী রয়েছে বা উগ্রপন্থী ও কট্টরপন্থী শ্রেণী রয়েছে যারা, ইসলামের নামে স্বজন ও বিজন সবার বিরুদ্ধে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে রেখেছে। অপরদিকে রয়েছে সেসব মানুষ যারা এদের আচরণের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বা পাশ্চাত্য ও জগত পূজারীদের প্রভাবের অধীনে ধর্মের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখেছে। আত্মবিশ্বাস নিয়ে ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য বর্ণনা করার পরিবর্তে, হয় এরা ইসলামের সাথে সম্পর্ক রাখে না বা কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষকে ভয় করে। যার ফলে ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য তুলে ধরার পরিবর্তে এবং জগত পূজারী মানুষের কথাকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়ার পরিবর্তে তাদের কথায় সায় দেয়। আর ইসলামী শিক্ষার অযৌক্তিক এবং ভ্রান্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে বলে যে, না, আসল বিষয় হল এই, আসল অর্থ হল এই। এদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার ভয় খোদা ভীতির উপর

প্রাধান্য পায়। অনুরূপভাবে কিছু রাজনীতিবিদ এবং সরকার রয়েছে যারা মৌলভীদের সাথে একমত না হলেও নিজেদের ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ভীত থাকে এই আশঙ্কায় যে, কোথাও মৌলভী মানুষকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে না দেয়। জাগতিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে তারা কাপুরুষের মত মুখ বন্ধ করে বসে থাকে। আসলে ধর্মের সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই।এক কথায়, মুসলমানদের প্রত্যেক সেই শ্রেণী যারা খোদার প্রেরিত মহাপুরুষকে অস্বীকার করেছে তারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর নির্দেশ থেকে যোজন-যোজন দূরে ছিটকে পড়েছে। এরা নিজেরা ধর্মকে পুঁজি করে ব্যবসা করা মৌলভী হলেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপর এই অপবাদ আরোপ করে যে, নাঊযুবিল্লাহ্ তিনি মসীহ্ ও মাহদী হওয়ার দাবি করে একটি ব্যবসা খুলেছেন। অথচ সত্যিকার অর্থে এরাই মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরোধিতাকে সহজ আয়-উপার্জন এবং ব্যবসার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। এদের কাছে যুক্তি-প্রমাণ নেই। যার ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন যে, এরা গালিই দেয়। যাহোক ধর্মের নামে এই যে ব্যবসায়ী শ্রেণী রয়েছে বা জাগতিকতার খাতিরে যারা ধর্মকে গৌণ বিষয় মনে করে, এদের সকলেই নামধারী মুসলমান। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই।

এমন পরিস্থিতিতে আহমদীদের ভাবা উচিত যে, তারা যেহেতু যুগ ইমামকে মেনেছে, তাই তাদের উপর অনেক বড় দায়িত্ব বর্তায়। বিরোধীরা তাদের উপর যুলুম এবং অত্যাচার করবে, এটাই তো স্বাভাবিক। অনুরূপভাবে যারা ধর্ম থেকে বিচ্যুত আর খোদাকে যারা অস্বীকার করে তারাও আমাদের বিরোধিতা করবে যখন আমরা তাদের মতামতের বিরুদ্ধে কথা বলব । স্বাধীনতার নামে তারা যে ভ্রান্ত কথা বলে বা যে সমস্ত আইন প্রণয়ন করে, আমরা যদি এর বিরুদ্ধে কথা বলি, তাহলে এরা আমাদের বিরোধিতা করবে। প্রশ্ন হল এমন পরিস্থিতিতে ভীত-ত্রস্ত হয়ে কি আমরা কথা বলা বন্ধ করে দিব? বা ঈমানী দুর্বলতা প্রদর্শন করে তাদের কথায় সায় দিব? যদি আমরাও এমনই করি তাহলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করায় কী লাভ? তিনি এসে আমাদেরকে এ কথা বলেছেন যে, তোমাদেরকে খোদার নির্দেশ অনুসারে চলতে হবে। আর তাঁর রসূল (সা.)-এর অনুসরণ করতে হবে। নিজেদের ঈমানকেও নষ্ট করা যাবে না এবং নৈরাজ্যও সৃষ্টি হতে দেওয়া যাবে না। আর একইসাথে এই বিষয়টিও সামনে রাখতে হবে যে, খোদার বাণী পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে যেন একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। আর ইসলামের সুন্দর শিক্ষা পৃথিবীতে প্রচার করতে হবে যেন পৃথিবীর সংখ্যা গরিষ্ঠ শ্রেণী তা গ্রহণ করে। তিনি বলেন, এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে আমাদেরকে যে পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন সে অনসারে জীবন যাপন কর । আর তা হল, اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (সূরা আন্-নাহল: ১২৬) অর্থাৎ তোমার প্রভুর পথপানে প্রজ্ঞা এবং উত্তম নসীহতের মাধ্যমে আহ্বান কর, আর সর্বোত্তম যুক্তির ভিত্তিতে তাদের সাথে কথা বল।

অতএব তবলীগের জন্য, ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের জন্য, ইসলামী শিক্ষার অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা তুলে ধরার জন্য যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে কথা বলতে হবে। সেভাবে নয় যেভাবে আজকের নামধারী উলামা বা উগ্রপন্থীরা করছে। তরবারির মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ আল্লাহ্ তা'লা কোথাও দেন নি। বিভিন্ন বস্তুপূজারী দেশ ও সরকারের প্রভাবাধীন অঞ্চলে যে সমস্ত কথা প্রচলন লাভ করেছে বা এমন সব বিষয়কে আইন সমর্থন করে যা ধর্ম সমর্থন করে না বা ধর্মের দৃষ্টিতে সেই সব বিষয় শুধু নৈতিকতা পরিপন্থী বিষয়ই নয় বরং পাপ, এমন বিষয় সম্পর্কেও আমাদেরকে কথা বলতে হবে। এর ফলে দ্বিতীয় পক্ষ যদি রাগান্বিত হয় তাহলে সাময়িকভাবে সেই কথা বা সেই স্থানকে ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়া যায়, এটিই প্রজ্ঞার দাবি। কিন্তু এটি হতে পারে না যে, কোথাও আইন প্রণীত হয়েছে বা দ্বিতীয় পক্ষ রাগান্বিত হয়ে উঠেছে, তাই তার কথায় সায় দিতে হবে। যদি ভয় পেয়ে বা বস্তুবাদিতায় প্রভাবিত হয়ে আমরা তাদের কথায় সায় দিই, আমরাও সেই দোষে দোষী হব।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, 'ওয়া জাদেলুহুম বিল্লাতি হিয়া আহসান' (নাহল: ১২৬)। এর অর্থ এটি নয় যে, আমরা অতি নমনীয় হয়ে কপটতা প্রদর্শন করে বাস্তবতা পরিপন্থী কথা গ্রহণ করব।"

(তারইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা: ৩০৫)

প্রজ্ঞার অর্থ ভীরুতা প্রদর্শন নয়, বরং সত্য কথা কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে বলা বা এমনভাবে বলা উচিত যাতে কোন নৈরাজ্য সৃষ্টি না হয় আর কথা বলার যে উদ্দেশ্য সেটিও যেন অর্জন হয়। অথবা যেভাবে কথা বলা উচিত সেভাবে যেন কথা বলা হয়।

অতএব মু'মিনকে বুঝতে হবে যে, ভীরুতা এবং প্রজ্ঞার মাঝে পার্থক্য কী? ইসলামের যে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, আর যে সমস্ত বিষয়কে ইসলাম ভ্রান্ত আখ্যা দেয় সে সমস্ত কাজ আমরা করব না আর সেগুলোকে ভুল হিসেবেই আখ্যায়িত করতে হবে। আর একই সাথে আইনও হাতে নেওয়া যাবে না। আইন হাতে নিয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া যাবে না।

আরেক জায়গায় এই বিষয়টির উপর সমধিক আলোকপাত করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "কারো সাথে যখন তুমি বিতর্কে লিপ্ত হও তখন প্রজ্ঞা, যুক্তি এবং নেক উপদেশাবলীর মাধ্যমে কর, আর তা নমনীয়তার সাথে এবং সভ্যতার গণ্ডিতে থেকে হওয়া বাঞ্ছনীয়। হ্যাঁ, এটি সত্য কথা যে, এ যুগের অনেক অজ্ঞ এবং নির্বোধ মৌলভী নির্বুদ্ধিতা বশতঃ এটিই মনে করে যে, জিহাদ এবং তরবারির বলে ধর্মের প্রচার এবং প্রসার করা মহা পুণ্যের কাজ। আর তারা পর্দার অন্তরালে কপটতাপূর্ণ জীবন যাপন করে। কিন্তু এমন ধ্যান ধারণা পোষণের কারণে তারা চরম ভ্রান্তিতে রয়েছে। আর তাদের এরূপ ভ্রান্ত বোধ-বুদ্ধির জন্য ঐশী গ্রন্থকে দোষারোপ করা যায় না। তারা যদি এমন কথা বলে তাহলে এটি তাদের ভুল। এর জন্য খোদার কিতাবকে দায়ী করা যেতে পারে না। বাস্তবতা এবং প্রকৃত সত্য কোন প্রকার শক্তি প্রয়োগের মুখাপেক্ষি নয়। বরং শক্তি ও বল প্রয়োগ এই কথার প্রমাণ বহন করে যে, আধ্যাত্মিক যুক্তি দুর্বল। যে খোদা স্বীয় পবিত্র রসূল (সা.)-এর প্রতি এই ওহী অবতীর্ণ করেছেন যে, فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ (সূরা আল্-আহকাফ: ৩৬) অর্থাৎ এমন ধৈর্য ধারণ কর যা সমস্ত দৃঢ় প্রত্যয়ী রসূলদের ধৈর্যের সমান। অর্থাৎ সব নবীর ধৈর্য সমবেত করা হলে সেই ধৈর্য যেন তোমার ধৈর্যের চেয়ে বেশি না হয়। আবার বলেছেন, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (সূরা আল্-বাকারা: ২৫৭) ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি থাকা উচিত নয়। পুনরায় বলেছেন, اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (সূরা আন্-নাহল: ১২৬) অর্থাৎ প্রজ্ঞা এবং উত্তম নসীহতের ভিত্তিতে বিতর্ক কর, কঠোরতার ভিত্তিতে নয়। পুনরায় বলেছেন, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (সূরা আলে ইমরান: ১৩৫) অর্থাৎ মু'মিনরা রাগ এবং ক্রোধ সংবরণ করে, আর অপলাপকারী ও অত্যাচারী প্রকৃতির লোকদের আক্রমণকে ক্ষমা করে এবং অপলাপের উত্তরে অপলাপ করে না। তিনি বলেন, সেই খোদা কি এই শিক্ষা দিতে পারেন যে, তোমাদের ধর্মকে যারা অস্বীকার করে তাদেরকে তোমরা হত্যা কর, তাদের সম্পদ লুট-পাট কর, তাদের ঘর ধ্বংস কর? বরং ইসলামে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে প্রাথমিক যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তা শুধু এতটুকু যে, যারা অন্যায়ভাবে তরবারি হাতে নিয়েছিল তাদেরকে তরবারির মাধ্যমেই হত্যা করা হয়েছে, আর যেমন কর্ম তেমন ফল তারা দেখেছে। তিনি বলেন, এটি কোথায় লেখা আছে যে, তোমরা তরবারির মাধ্যমে অস্বীকারকারীদের হত্যা কর? এটি অজ্ঞ মৌলভী এবং নির্বোধ পাদ্রিদের ধারণা, যার কোন ভিত্তি নেই।"

(রিসালা তবলীগ, মজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৯৪-১৯৬)

যেসব নামধারী মৌলভী ইসলামের ধ্বজাধারী সেজে বেড়ায় অথবা যারা ইসলামের বিরোধী তারা বলে, ইসলামী শিক্ষা হল, ইসলামের অস্বীকারকারীদেরকে হত্যা কর। (অথচ) এমন কথা কোথাও লেখা নেই।

অতএব এই হল ইসলামী শিক্ষা যা অন্যান্য মুসলমানরা মেনে চলে না বা ইসলামের বাণী প্রচারে তাদের কোন আগ্রহই নেই। অথবা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন, এইসব মৌলভীরা হল নির্বোধ এবং অজ্ঞ। কিন্তু আমাদেরকে মুসলিম-অমুসলিম সবার মাঝে এই শিক্ষাকে সার্বজনীন করে তুলতে হবে। তাই নিজ নিজ গণ্ডিতে প্রত্যেক আহমদীর এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে। কেননা, পূর্বে এরা গোপন এবং কপটতাপূর্ণ জীবন যাপন করলেও এখন এরা প্রকাশ্যে এমন কথা বলছে। ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী হল ইসলাম ধর্মীয় উগ্রতার শিক্ষা দেয়। আজ শুধু অমুসলিমকেই নয় বরং এক মুসলমান অপর মুসলমানের শিরোচ্ছেদ করছে। আর ইসলামকে দুর্নাম করছে। আহমদীদের বিরুদ্ধে তো এরা সবাই ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু তাদেরই এক ফির্কা অন্য ফির্কার বিরুদ্ধে এবং এক দল অন্য দলের বিরুদ্ধে হত্যা ও খুনোখুনি করেই চলেছে। এমন পরিস্থিতিতে আহমদীদের কাজ ও দায়িত্ব বহুগুণ বেড়ে গেছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, "স্মরণ রেখ! যে ব্যক্তি কঠোরতা প্রদর্শন করে আর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তার মুখ থেকে তত্ত্বজ্ঞান এবং প্রজ্ঞার কথা কখনোই নিঃসৃত হতে পারে না। সেই হৃদয়কে প্রজ্ঞা থেকে বঞ্চিত

রাখা হয় যে বিরোধীদের সামনে ক্ষেপে গিয়ে সংযম হারিয়ে ফেলে। নোংরা মুখ এবং লাগামহীন ব্যক্তির ঠোঁটকে সূক্ষ্ম জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা থেকে বঞ্চিত করা হয়। ক্রোধ এবং প্রজ্ঞা একস্থানে সমবেত হতে পারে না।ক্রোধের বশবর্তী মানুষের চিন্তাধারা এবং বিবেক-বুদ্ধি স্থূল হয়ে থাকে। কোন ময়দানে তাকে বিজয় এবং সাহায্য প্রদান করা হয় না। ক্রোধ অর্ধেক উন্মাদনার তূল্য। এটি বৃদ্ধি পেলে পূর্ণ উন্মাদনায় পর্যবসিত হতে পারে।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১২৬-১২৭)

ক্রোধ এবং উন্মাদনা বেড়ে গেলে মানুষ কাণ্ডজ্ঞানহীন কথাবার্তা বলে, আর এটিই আমরা আমাদের বিরোধীদের মাঝে দেখতে পাই। আমাদের বিরুদ্ধে মৌলভীরা সর্বত্র এমনটিই প্রদর্শন করে চলেছে। আর মৌলভীদের এই অপকর্ম শুধু আমাদের বিরুদ্ধে নয় বরং ইসলামের জন্য দুর্নাম বয়ে আনছে। আমরা যখন তবলীগ করি এবং ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা জগতের সামনে তুলে ধরি তখন ইসলাম-বিরোধী শক্তিগুলো সব সময় আমাদের এই উত্তরই দেয় যে, তোমরা এত শান্তিপ্রিয় কিন্তু মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী তোমাদের মুসলমানই মনে করে না। তাই তোমরা ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার রাখ না।

তো এমন পরিস্থিতিতে আমাদের জন্য সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ আরো বড় হয়ে দেখা দেয়। সব আহমদীর এমন পরিস্থিতিতে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে যে, আহমদীর প্রতিটি কাজ এবং কথা যেন ইসলামের প্রতিচ্ছবি হয়। তবলীগ না করলেও তার কথা ও কর্ম যেন ইসলামের বাণী প্রচারকারী হয়। তবলীগের জন্য হযরত আলী (রা.)-এর প্রজ্ঞার এই দিকটিও আমাদের সামনে রাখা চাই। তিনি বলেন, "হৃদয়ের কিছু আকর্ষণ এবং বাসনা থেকে থাকে, যে কারণে কোন কোন সময় তা কথা শোনার জন্য প্রস্তুত থাকে, আবার কোন সময় কথা শুনতে প্রস্তুত থাকে না। (কোন সময় শোনা পছন্দ করে, আবার কোন সময় পছন্দ করে না) অতএব এইসব আকর্ষণের পথ দিয়ে মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ কর। (দেখ যে এখন পরিস্থিতি কী? এরপর সে অনুসারে তোমরা কথা বল) আর এমন সময় কথা বল যখন সে কথা শোনার জন্য প্রস্তুত থাকে। " (নাহজুল বালাগা, ৪র্থ ভাগ পৃষ্ঠা: ৫০৬ থেকে সংকলিত) অতএব, এই হিকমত এবং প্রজ্ঞাকে আমাদের সামনে রাখা চাই।

পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন যে, "মানুষের উচিত যখন কথা বলে তখন যেন চিন্তা-ভাবনা করে সংক্ষিপ্তভাবে কাজের কথা উপস্থাপন করে। অনেক বেশি বিতর্ক করে কোন লাভ নেই। ছোট একটি কথা কৌতুকের সুরে বলা উচিত যা সোজা কানের ভিতরে প্রবেশ করবে। বাকি কথা পরে কোন সময় সুযোগ আসলে বলা যাবে। "

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৯)

কিন্তু এটি তখন করা সম্ভব যখন স্থায়ীভাবে মানুষের সাথে যোগাযোগ থাকে। স্বাধীনতার নামে আল্লাহ্ তা'লার আইনের সাথে সাংঘর্ষিক এবং নৈতিকতা বিবর্জিত কথাকে নৈতিক চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত আখ্যা দেওয়ার বিষয়ে ধর্ম-বিরোধী শক্তিগুলো যে অপচেষ্টা করছে, প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা এবং স্থায়ী যোগাযোগ আর প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেগুলো খণ্ডন করা সম্ভব।

অস্ট্রেলিয়ায় একটি শ্রেণী ইসলামের শত্রুতায় যদি এতটা সীমালঙ্ঘন করে থাকে যে, তাদের মতে মুসলমান পুরুষ নারীদের সাথে বা নারীরা পুরুষের সাথে করমর্দন না করলে তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা উচিত, তাহলে এ সম্পর্কে প্রজ্ঞার সাথে স্ব স্ব গণ্ডিতে প্রত্যেক আহমদীর কাজ করা উচিত। কিছু মানুষ পর্দার বিরোধী রয়েছে, বা কোন কোন দেশ মসজিদ ও মিনারের বিরুদ্ধে,কিংবা হল্যান্ডের এক রাজনীতিবিদের বিবৃতি হল, সব মুসলমানকে দেশ থেকে বহিষ্কার কর, বা একটি বিশেষ দেশের মুসলমানদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার কর, বা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কোন কোন মুসলমান দেশের লোকদের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করতে চায়। এগুলো অবশ্যই ইসলাম বিরোধী চিন্তাধারারই ফলাফল। আর কতক মুসলমান দলের অপকর্ম এই ক্ষেত্রে আগুনে ঘি ঢালার ভূমিকা পালন করে, কিন্তু একই সাথে এদের অধিকাংশই ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত মর্ম এবং অর্থ জানে না। তাই যেখানেই আমাদের জামা'তের পর্যাপ্ত সংখ্যায় আহমদী রয়েছে, সেখানে প্রচলিত অনুষ্ঠানমালা যেমন তবলিগী অনুষ্ঠান সমূহের পাশাপাশি ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা প্রচারের জন্য কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। যেসব দেশে ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপশক্তি মাথাচাড়া দিচ্ছে তাদের খণ্ডনের জন্য যদি কেউ সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত চেষ্টা করতে পারে তাহলে কেবল জামা'তে আহমদীয়াই তা করতে পারে। অন্যান্য মুসলমানদের জন্য ইসলামের সৌন্দর্য প্রকাশ এবং এর বাণী প্রচারের কাজ করা সম্ভবই নয়। তাদের সেই সংগঠন নেই আর সেই জ্ঞানও নেই। এই কাজ এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত লোকদের জন্য নির্ধারিত। অতএব, এই কথার গুরুত্ব আমাদেরকে বুঝতে হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, "মিথ্যা যত জোরালোভাবে সত্যের বিরোধিতা করে, সত্যের শক্তি ততই বৃদ্ধি পায়। এটি একটি স্বাভাবিক বিষয় যে, যত জোরালোভাবে সত্যের বিরোধিতা হবে ততই উজ্জ্বলভাবে তা সামনে আসে এবং তার মহিমা প্রকাশ পায়। আমরা নিজেরা পরীক্ষা করে দেখেছি, যে স্থানে আমাদের বিরুদ্ধে বেশি হৈচৈ হয়েছে সেখানে এক জামা'ত প্রস্তুত হয়ে গেছে। যেখানে মানুষ শুনে এবং নীরব হয়ে যায় সেখানে বেশি উন্নতি হয় না। "

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩১০-৩১১)

অতএব, যেখানে মুসলমানদের পক্ষ থেকে বিরোধিতা হচ্ছে সেখানে আমরা দেখি যে, আহমদীয়াত পরিচিতি লাভ করছে, আর উন্নতিও হচ্ছে। আরবদেশসমূহেও আমাদের তবলীগে হয়তো জামা'ত এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ততটা পরিচিতি লাভ সম্ভব হতো না যতটা এইসব মামলা-মোকদ্দমা এবং পত্র-পত্রিকায় আমাদের বিরুদ্ধে লেখার কারণে হয়েছে। আর পুণ্যবান লোকদের উপরে এর ইতিবাচক প্রভাবও পড়ছে। অনুরূপভাবে, অমুসলিম বিশ্বেও, যেখানে ইসলামের বিরুদ্ধে পরিবেশ রয়েছে সেখানে আহমদীয়াত এবং প্রকৃত ইসলামকে পরিচিত করার জন্য সর্বাধিক চেষ্টা করা উচিত। যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, শান্তিপূর্ণ শিক্ষার প্রচার করা উচিত। এর ফলে এক শ্রেণীর মাঝে হয়তো আমাদের বিরোধিতাও বৃদ্ধি পাবে। কেননা, কোন কোন ক্ষেত্রে এমন বিরোধিতা বৃদ্ধি পাওয়ার দৃষ্টান্ত সামনে আসছে । খ্রিষ্টানদের মাঝে, অ-আহমদীদের মাঝে এবং অ-মুসলিমদের মাঝেও। বিশেষ করে পূর্ব জার্মানিতে আমাদের জামা'তের বিরুদ্ধে উগ্রজাতীয়তাবাদীরা অনেক কিছু বলে থাকে, কিন্তু নেক প্রকৃতির লোকদের উপর এর ভালো প্রভাবও পড়ছে। জামা'ত পরিচিত হচ্ছে। তাই এসব কারণে আমাদের ভীত-ত্রস্ত হওয়ার পরিবর্তে উৎফুল্ল চিত্তে কাজ করা উচিত। প্রত্যেক আহমদীর নিজের নমুনা এবং কথা-বার্তার মাধ্যমে তবলীগ করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)- বলেন, "ইসলামের হেফাযত ও সুরক্ষা আর সত্য প্রকাশের জন্য সর্ব প্রথম যে দিক রয়েছে তা হল, তোমরা যথার্থই মুসলমানের জীবন্ত নিদর্শন হও। আর দ্বিতীয় দিক হল, পৃথিবীতে এর সৌন্দর্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার ও প্রসার কর।"

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩২৩)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন, আমরা যেন নিজেদের জীবন এ অনুসারে অতিবাহিত করতে পারি, আর প্রকৃত মুসলমানের জীবন্ত নিদর্শন যেন আমরা হতে পারি। আর সকল বিরোধিতা সত্ত্বেও ইসলামের সৌন্দর্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব যেন পৃথিবীতে প্রচার করতে পারি। সেইসাথে আমাদের প্রত্যেকেই যেন সত্যিকার ইসলামের হেফাযতকারী এবং সত্যের প্রচার ও প্রকাশকারী হয়।

নামাযের পর আমি বেশ কয়েকটি গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথম গায়েবানা জানাযা হবে কাদিয়ান নিবাসী জনাব মওলানা হাকীম মোহাম্মদ দ্বীন সাহেবের। তিনি জনাব আজিজুদ্দিন সাহেবের পুত্র ছিলেন। ২০১৭ সনের ১৫ মার্চ ৯৭ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন। তাঁর দাদা হযরত হাকীম মৌলভী উজির উদ্দীন সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের দু'টো বই 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম এবং আঞ্জামে আথম' এর পরিশিষ্টে তার নাম ৩১৩ জন সাহাবীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হযরত হাকীম মৌলভী উজির উদ্দীন সাহেব কাঙড়ায় এক মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ১৯০৫ সনে কাঙড়ায় যে ভয়াবহ ভূমিকম্প এসেছিল তাতে তিনি এবং মাদ্রাসার ছাত্ররা নিদর্শনমূলকভাবে রক্ষা পায়। মরহুম হাকীম মোহাম্মদ দ্বীন সাহেব ১৯২০ সনের জুন মাসে হুশিয়ারপুর জেলার মাকেরিয়া-য় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লাহোর থেকে মেট্রিক, আর কাদিয়ান থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। মুন্সি ফাযেল ডিগ্রিও লাভ করেন। লাহোরের তিব্বিয়া কলেজে দুই বছর পড়ালেখা করেন এবং সেখান থেকে হেকিমী ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৩৯ থেকে ৪৪ পর্যন্ত রেলওয়েতে সহকারী স্টেশন মাস্টার হিসেবে কাজ করেন। ১৯৪৩ সনে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর তাহরীকে জীবন উৎসর্গ করার আবেদন করলে দ্বিতীয় খলীফা বলেন যে, নিজের চাকরি অব্যাহত রাখুন আর একই সাথে তবলীগের কাজও চালিয়ে যান। কিন্তু তাঁর (রা.) খুতবা শুনে তার হৃদয়ে বাসনা জাগে যে, ওয়াক্ফ করে রীতিমত মুবাল্লেগ হিসেবে কাজ করতে চাই ।

তার এই আন্তরিকতার কল্যাণে আর অনবরত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর কাছে লেখার কারণে একটা সময় আসে যখন তাকে মুবাল্লেগ হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং মুম্বাইতে মুবাল্লেগ ইনচার্জ হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। তিনি প্রথমে মওলানা আব্দুর রহিম নাইয়্যার সাহেবের অধীনে তার সহকারি হিসেবে কাজ করেন। তারপর তাকে মুবাল্লেগ ইনচার্জ নিযুক্ত করা হয়। মোটের উপর ২৫ বছর তবলীগের ময়দানে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর। ১৯৭২ সনের শেষের দিকে তাকে কাদিয়ানে ডাকা হয়। এখানে তিনি মাদ্রাসা আহমদীয়ায় প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১২ বছর প্রধান শিক্ষক হিসেবে মাদ্রাসা আহমদীয়ায় কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে । নাযেম দারুল কাযা, সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত এবং মজলিস কারপরদায-এর সদর ও মেম্বার হিসেবেও তাঁর কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। তাঁকে নাযেম ওয়াকফে জাদীদও নিযুক্ত করা হয়েছিল। ২০১১ সনে আমি তাঁকে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সদর নিযুক্ত করেছিলাম। ২০১৪ পর্যন্ত সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সদর হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। তার কর্মকাল অত্যন্ত বিস্তৃত। দীর্ঘকাল তিনি জামা'তের খিদমত করেছেন। বদলী হজ্জের সুবাদে তিনি বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করারও সৌভাগ্য লাভ করেন। অত্যন্ত সুন্দরভাবে উচ্চস্বরে পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত করতেন। গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ছিল তাঁর। তিনি প্রথমে এক দশামাংশের ওসীয়্যত করেছিলেন, এরপর এক সপ্তমাংশের, তারপর এক পঞ্চমাংশের ওসীয়্যত করেছেন। তিনি একজন নিঃস্বার্থ মানুষ ছিলেন। বড় বিনয়ের সাথে নিঃস্বার্থভাবে সব সময় জামা'তের কাজ করেছেন। জুনিয়রের অধীনস্ত থেকেও কাজ করেছেন আর পুরো আনুগত্যের চেতনায় তিনি জুনিয়র বা কম অভিজ্ঞ লোকদের অধীনে কাজ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তান-সন্ততিদের মাঝে ৩ কন্যা পাকিস্তানে রয়েছে আর তিন জন ভারতে। এছাড়া দুই পুত্র রয়েছে যারা জামা'তের সেবা করছেন। আল্লাহ্তা'লা তাদেরকেও নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার সাথে বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষা করার এবং জামা'তের খিদমত করার তৌফিক দিন।

দ্বিতীয় জানাযা হল জনাব ফজলে ইলাহী আনওয়ারী সাহেবের। তিনি মাষ্টার ইমাম আলী সাহেবের পুত্র। তিনি ২০১৭ সনের ৪ মার্চ ৯০ বছর বয়সে জার্মানিতে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন। ১৯২৭ সালের ১৬ এপ্রিলে ভেরায় তার জন্ম হয়। ১৯৪৬ সনে কাদিয়ানের তালিমুল ইসলাম কলেজ থেকে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। ১৯৩৯ সনে তিনি জীবন উৎসর্গ করেন। এরপর বিএসসিতে ভর্তি হন। ১৯৫০ সনে লাহোরের সরকারী কলেজ থেকে বিএসসি পাশ করেন। ১৯৫১ সনে জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীনে ভর্তি হন। এরপর কর্ম জীবনে আসেন। দীর্ঘ বর্ণাঢ্য কর্মজীবন তার। ১৯৫৬ সনে মুবাল্লেগ হিসেবে তাকে ঘানায় পাঠানো হয়েছে, ১৯৬০ পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। ১৯৬০ থেকে ৬৪ পর্যন্ত জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ায় শিক্ষক ছিলেন। ৬৪ থেকে ৬৭ পর্যন্ত পশ্চিম জার্মানির মুবাল্লেগ হিসেবে কাজ করেছেন। ৬৮ সনে তাকে আফ্রিকার নাইজেরিয়ায় প্রেরণ করা হয়। ১৯৭২ পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। ১৯৭২-এ পুনরায় তিনি জার্মানি আসেন। ১৯৭৭ পর্যন্ত সেখানে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৯ সনে হাদীকাতুল মুবাশ্বেরীনের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। এছাড়া রাবওয়াতে এডিশনাল নাযের ইসলাহ ইরশাদ এবং তালিমুল কুরআনও নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৮২ সনে মুবাল্লেগ হিসেবে গাম্বিয়ায় যান। ৮৩ পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। সেখান থেকে মুবাল্লেগ হিসেবে নাইজেরিয়াতে স্থানান্তরিত হন। ১৯৮৬ পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। ১৯৮৬ সনে পাকিস্তানে ফিরে আসেন এবং শিক্ষক হিসেবে জামেয়া আহমদীয়ায় পড়ানোর সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৮৮ সনে পুনরায় তিনি ওকালতে তসনীফে নিযুক্ত হন। ১৯৮৮ পর্যন্ত সেখানে কাজ করার তৌফিক পান। এরপর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। জার্মানিতেই বসবাস করছিলেন। ১৯৭৪-এর পরিস্থিতির কারণে আহমদীদেরকে সেখানে অর্থাৎ জার্মানিতে আনার এবং ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এর জন্য তাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। সেখানকার অনেক প্রবীণ আহমদী, বিশেষ করে ইরফান খান সাহেব লিখেছেন যে, পিতার ন্যায় তিনি আমাদেরকে সেখানে আগলে রেখেছেন। তখন পরিস্থিতিও এত ভালো ছিল না, জামা'তের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। তিনি খুব সাবধানতা অবলম্বন করতেন, আর অজু করার সময় আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে যেতেন যে, কোথাও আমরা পানি নষ্ট করছি না তো। সেখানে প্রথম যারা এসেছিল তাদের বেশির ভাগ যুবক শ্রেণি ছিল। তাদেরকে তিনি রীতিমত জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত রেখেছেন আর তাদের তরবিয়তও করেছেন। স্বল্পে তুষ্ট থাকার অভ্যাস ছিল। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তান-সন্ততিদেরও তার পুণ্যকে জীবিত রাখার তৌফিক দান করুন। এছাড়া তিনি দরবেশদের বিশেষত্ব সম্পর্কে কিছু বই-পুস্তকও লিখেছেন।

তৃতীয় জানাযা হল জনাব ইব্রাহিম বিন আব্দুল্লাহ আগযোল সাহেবের। তিনি জামাল আবযোল সাহেবের পিতা। মরক্কোর সাথে তার সম্পর্ক। ২০১৭ সনের ১০ মার্চ তারিখে ৮১ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন । তিনি ২০০০ সনে বয়আত করেন। তার স্ত্রী তার পূর্বেই আহমদীয়ত গ্রহণ করেছিলেন। তার স্ত্রী তাকে বয়আতের জন্য প্রস্তুত করেন। অধিকাংশ সময় এম.টি.এ. দেখতেন। রীতিমত নামায পড়তেন, কুরআনের সাথে বিশেষ ভালোবাসা ছিল তার। ঘরের সবার প্রতি বড়ই স্নেহশীল ছিলেন। কোমল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। সন্তানদের তরবিয়তের ক্ষেত্রে কখনো কঠোরতা প্রদর্শন করেন নি। পরিবারকে সব সময় ঐক্যবদ্ধ রেখেছেন। তার উদারতা, দানশীলতা, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার বৈশিষ্ট্য খুবই উন্নতমানের ছিল। সুসময়ে ভাইদেরকে ব্যবসায় অংশীদার করে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের চেষ্টা করতেন। আতিথেয়তা ছিল তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। জামাতী অতিথি আসলে তিনি খুবই আনন্দিত হতেন। যৌবনকালেই সততা ও বিশ্বস্ততার জন্য তার খ্যাতি ছিল। যার চাকরি করেছিলেন সেই ব্যক্তি তার ব্যবসায়িক সমস্ত সামগ্রী এবং সম্পদ তার হাতে তুলে দিতেন। তার সাথী ব্যবসায়ীরা এটি দেখে আশ্চর্য হত। শেষ বয়সে অসুস্থতার সময়েও বার বার নামাযের কথাই জিজ্ঞেস করতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা দান করুন, আর খিলাফত ও জামা'তের সাথে তাদেরকে সম্পৃক্ত রাখুন। (আমীন)

দুইয়ের পাতার পর...

দাঁড়াবে সাধারণ শ্রেণীর লোক, যাদের , মধ্যে উন্নতি ও জাগরণে শক্তি রয়েছে এবং তারা যদি ঈসা (আ.)-এর সংস্পর্শে আসে ও তাঁর বাণী গ্রহণ করে জীবন যাপন করে, তাহলে তাদের জীবনে আমূল পরিবর্তণ এসে যাবে। ধূলি-ধূসরিত, সংসারাসক্ত, বস্তু-কেন্দ্রিক জীবনকে জলাঞ্জলি দিলে তারা আধ্যাত্মিক আকাশের উচ্চ-মার্গের পাখির মত বিচরণ করতে সমর্থ হবে এবং বস্তুত তা-ই ঘটেছিল। ঘৃণিত, অবহেলিত গেলিলীর জেলেরা তাদের প্রভু ও গুরুর উপদেশ ও উদাহরণ অনুসরণের মাধ্যমে পাখিরই মত উচ্চমার্গে আরোহণ করে বনী ইসরাঈল জাতিতে আল্লাহ্র বাণী প্রচারের সামর্থ্য লাভ করেছিল।

জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দানের প্রকৃত অর্থ:

অন্ধ ও কুষ্ঠব্যধিগ্রস্তদের রোগমুক্তির বা উপশম দানের সম্বন্ধে বলা যায়, এ ধরণের রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে বনী ইসরাঈল জাতি অপবিত্র ও নোংরা জ্ঞানে সমাজের সংশ্রব থেকে দূরে রাখত, সমাজে ঘেঁষতে দিত না। 'আমি আরোগ্য দান করব'- কথাটির তাৎপর্য হলো- এ সব রোগাক্রান্ত লোকেরা আইনগত ও সমাজগতভাবে অবহেলিত অবস্থায় বহু বঞ্চনা ও অসুবিধার মধ্যে ঘৃণার পবিবেশে বাস করত। ঈসা (আ.) এসে তাদেরকে সেবা যত্ন করার তাগিদ দিয়ে সমাজে তাদেরকে স্থান দান করে দুর্বিষহ জীবন থেকে মুক্ত করেছিলেন। আল্লাহ্র নবীগণ আধ্যাত্মিক চিকিৎসক-বিশেষ। তাঁরা আধ্যাত্মিক অন্ধগণকে চক্ষু দান করেন, বধিরকে শ্রবণশক্তি দান করেন, বধিরকে শ্রবণশক্তি দান করেন, আধ্যাত্মিক মৃতদেরকে জীবন দান করেন (মথি-১৩ঃ১৫)

এখানে 'আকমাহ' (রাতকানা) অর্থ সেই লোক, যারা বিশ্বাস থাকা সত্বেও দূর্বল মানসিকতার কারণে পরীক্ষার সম্মুখে দাঁড়াতে পারে না। সে দিনের আলোতে দেখে অর্থাৎ যতক্ষণ পরীক্ষার ঝামেলা থাকে না এবং বিশ্বাসের সূর্য মেঘ-দুর্যোগ হতে মুক্ত অবস্থায় যখন কিরণ দেয়, তখন সে ঠিকই দেখে। কিন্তু যখন দুর্যোগের রাত্রি নেমে আসে, অর্থা-পরীক্ষা ও আত্মোৎসর্গের সময় উপস্থিত হয়, তখন সে আধ্যাত্মিক আলো হারিয়ে ফেলে এবং থেমে যায় (২ঃ২১) । তেমনিভাবে 'আব্রাস' (কুষ্ঠরোগী) শব্দটি আধ্যাত্মিক অর্থে রুগ্ন ও দুর্বল বিশ্বাসকে বুঝিয়েছে। এরূপ রোগীর চর্ম স্থানে স্থানে সুস্থ আবার স্থানে স্থানে ক্ষতপূর্ণ।

মৃতদের জীবন দান করার অর্থ:

'মৃতদের জীবন দান করব'- বাক্যটির অর্থ এই নয় যে, ঈসা (আ.) মৃত ব্যক্তিকে সত্য সত্যই জীবিত করে তুলেছিলেন। যারা প্রকৃতই মারা যায়, তারা পৃথিবীর বুকে কখনো পুনরুজ্জীবিত হয় না। এরূপ বিশ্বাস কুরআনের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত (২ঃ ২৯; ২৩ঃ১০০-১০১; ২১ঃ৯৬; ৩৯ঃ ৫৯-৬০; ৪০ঃ১২; ৪৫ঃ২৭)। আধ্যাত্মিক পরিভাষা অনুযায়ী নবীগণ তাদের অনুসারীদের জীবনে যে বৈপ্লবিক ও অসাধারণ মহা-পরিবর্তণ সংঘটিত করেন, একেই বলা হয়, 'মৃতকে জীবিত করা'। *(সৌজন্যে: পাক্ষিক আহমদীয়া, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭)*

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019, Vol. 2. Thursday, 20 th April, 2017 Issue No. 16

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872 224 757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

কানাডিয়ান পার্লামেন্টে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর আগমণ

হুযুর আনোয়ারকে মেম্বার অফ পার্লামেন্টগণের সম্মান ও অভ্যর্থনা জ্ঞাপন

(দ্বিতীয় পর্ব)

এরপর সেনেটের দুইজন সদস্য সেনেটর পিটার হার্ডার এবং সেনেটর গ্রান্ট মাইকেল হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হন। পিটার হার্ডার মহাশয় সেনেটে একজন সরকারী প্রতিনিধি। তিনি সেনেটের বিভিন্ন অধিবেশনে সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। এই দুই জন সেনেট নিজেদের পরিচয় জ্ঞাপন করেন। মি: পিটার বলেন, নতুন প্রধানমন্ত্রী আমাকে সেনেটে সরকারের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। এরপূর্বে আমি বিদেশ সচিব হিসেবে কাজ করতাম। আমি এমন অনেক বিষয়ে কাজ করেছি যেগুলি সম্পর্কে আমি জানি যে, খলীফাতুল মসীহও সে বিষয়ে কাজ করছেন। যেমন-পরস্পরকে সম্মান করা, প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা, সমাজে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ বজায় রাখা এবং মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি।

তিনি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন যে, হুযুর মানুষকে পুণ্যের উপর একত্রিত করছেন এবং মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করছেন। এর প্রতিক্রিয়ায় হুযুর বলেন- আপনারাও একটি ভাল পদক্ষেপ নিয়েছেন। সম্প্রতি আপনারা সিরিয়ায় আকাশ পথে আক্রমণ বন্ধ করে দিয়েছেন। হুযুর বলেন, আমি মনে করি এক্ষেত্রে আপনাদের উচিত অন্যান্য দেশকে পথ দেখানো এবং যেখানেই যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয় সেটিকে নিরস্ত করা।

হুযুর বলেন: আজকাল যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা দেখা দিয়েছে এবং এটি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদি এটিকে না থামানো যায় আর সম্পর্ক আরও খারাপ হতে থাকে তবে বিরাট ক্ষতি নেমে আসতে পারে। এক্ষেত্রে কানাডার নিজেদের ভূমিকা পালন করা উচিত। আমরা জানি না যে ভবিষ্যতে কি হতে চলেছে।

এর উত্তরে সেনেটর বলেন, কানাডার কি ভূমিকা হতে পারে? হুযুর আনোয়ার বলেন, কানাডা জি-৮-এ সদস্য। রাষ্ট্রপুঞ্জেরও সদস্য। আপনারা জানেন যে, এই ধরণের পরিস্থিতিতে কিভাবে ভূমিকা রাখা যেতে পারে এবং কিভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা যায়। এখন তো পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে।

হুযুর বলেন, ২০১৩ সালে আমি লস এঞ্জেলেসে একটি অধিবেশনে নিজের বক্তব্যে বলেছিলাম যে, বিশ্ব-যুদ্ধের আশঙ্কা ঘনীভুত হচ্ছে এবং এই যুদ্ধে পরমাণু বোমা ব্যবহৃত হতে পারে। তখন একজন সেনেটর বলেছিলেন, যে আমি আপনার অধিকাংশ কথার উপর একমত। কিন্তু পরমাণু বোমা প্রসঙ্গে আপনি যে কথা বলেছেন যে বোমাগুলি প্রয়োগ হতে পারে, এই বিষয়ে আমি ঐক্যমত নই। গত বছর এই সেনেটই বলছিলেন যে, আপনার কথা সঠিক ছিল।

এর উত্তরে সেনেটর হার্ডার মহাশয় বলেন, হুযুরের কথা সঠিক। সত্যিই আজকাল পৃথিবীতে বিশ্বাসের অভাব প্রকট। শান্তি প্রসঙ্গে আপনার বার্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জোরালো।

হুযুর বলেন, প্রকৃত বিষয় হল ন্যায়-নীতি। সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে ন্যায়-নীতি অনুসৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আপনারা যে সব নীতি প্রণয়ন করেন সেগুলি ন্যায়ের ভিত্তিতে হওয়ার দরকার, এর মধ্যে যেন প্রকার পক্ষপাতিত্ব না থাকে। পছন্দ বা অপছন্দের বিষয়টি যেন না থাকে। যে কোন নীতি বা সিদ্ধান্ত ন্যায়ের ভিত্তিতে গৃহীত হওয়া উচিত।

একজন সেনেটর নিবেদন করেন, আপনি আপনার জামাতকে কি বার্তা দিবেন? এর উত্তরে হুযুর বলেন, আমি সেই বার্তাই দিব যা আঁ হযরত (সা.) মুসলমানদেরকে দিয়েছিলেন। 'হুব্বুল ওয়াতানে মিনাল ঈমান'। অর্থাৎ দেশের প্রতি ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ। যদি এই বার্তার উপর আমল হয় তবে দেশের মধ্যে কোন নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা অবশিষ্ট থাকবে না এবং কোন সরকারের জন্য কোন দুশ্চিন্তার কারণ থাকবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের দেশের জন্য হিতাকাঙ্খী ও বিশ্বস্ত হবে এবং দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। হুযুর বলেন, আমরা আহমদীরা আইনের অনুবর্তিতা করি, আমরা দেশের প্রতি বিশ্বস্ত এবং দেশের উন্নতির জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে থাকি।

একজন সেনেটর প্রশ্ন করেন যে, মানবাধিকার সম্পর্কে আপনার মতামত কি? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, ইসলামের বাণীকে দুটি বাক্যে বর্ণনা করা যায়। নিজের স্রষ্টাকে চেন, তাঁর অধিকার প্রদান কর এবং খোদার বান্দার অধিকার প্রদান কর।

জাপানে একজন পাদ্রী আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, শান্তির পরিভাষা কি? আমি তাঁকে উত্তর দিয়েছিলাম যে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের অধিকার প্রদান করবে এবং অপরের অধিকার হরণ করবে না। যদি প্রত্যেকে প্রত্যেকের অধিকার প্রদান করতে থাকে তবে সমাজে শান্তি বিরাজ করবে। হুযুর আনোয়ার অধিকার প্রদান প্রসঙ্গে আরবদের একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, এক ব্যক্তি ঘোড়া ক্রয় করছিল। সেই ব্যক্তি ঘোড়াটির দাম ৫০০ দিরহাম বলল। ঘোড়া ক্রয়কারী ব্যক্তি বলল, তোমার ঘোড়া তো অমুক প্রজাতির আর এটি অনেক দামি ঘোড়া। এর দাম তো ১৫০০ দিরহাম হবে। বিক্রেতা বলল, আমি ৫০০ দিরহামে বিক্রয় করব। অপরদিকে ক্রেতা বলতে থাকল, তুমি অনেক কম দামে বিক্রয় করছ, এর দাম পনোর শ' দিরহাম। অতএব এটিই হল পরস্পরের অধিকার প্রদান করার দৃষ্টান্ত। যদি এইভাবে প্রত্যেকের অধিকার প্রদান করা হয় তবে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। হুযুর আনোয়ার বলেন, বর্তমানে সমস্যাবলী এবং বেকারত্বের কারণে মানুষের মধ্যে অস্থিরতা ও অশান্তি বিরাজ করছে। আপনারা চেষ্টা করুন যাতে মানুষ কাজ পায় এবং তারা উন্নতি করে।

এই দুইজন সেনেটরের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার সাক্ষাতপর্ব ২০ মিনিট পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এরপর হুযুর আনোয়ার নিম্নোক্ত তিনজন সরকারি অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাত করেন।

(১) মেম্বার অফ পার্লামেন্ট পামেলা গোল্ডস্মিথ জন্স। (মহাশয়া বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রীর পার্লামেনী সেক্রেটারী) (২) পাস্কেল মাসোট (মিনিস্টার অফ এশিয়া প্যাসিফিক-এর নীতি-উপদেষ্টা) (৩) জুলিয়ানা নাতালি (ফরেন এফেয়ার্স অফিসে বিশেষ উপদেষ্টা) এই তিনজন মেম্বার হুযুর আনোয়ার-কে বলেন যে, আমরা আপনাকে স্বাগত জানাই। আপনি এখানে আসায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। হিউম্যন রাইটস ফ্রিডম-এর অফিসের প্রতিনিধি নিজের অফিসের পরিচয় করিয়ে নিজেদের পরিকল্পনার কথা জানান এবং বলেন, আমরা আহমদীয়া কমিউনিটির সঙ্গে কাজ করছি। আহমদীয়া জামাতের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। আপনাদের সম্প্রদায় নিজেদের অভিজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেয়।

হুযুর বলেন, আমি দোয়া করি, খোদা তা'লা আপনাদেরকে শক্তি ও সামর্থ্য দিন আপনারা যা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সেটিকে যেন সঠিক অর্থে বাস্তবায়িত করতে পারেন। আপনারা যদি এটি করতে সমর্থ হন তবে আপনার অফিসের উৎকর্ষ প্রমাণিত হবে।

পার্লামেনি সেক্রেটারী বলেন, প্রথমে তারা আমাকে রিলিজিয়ন্স ফ্রিডম-এর জন্য সেক্রেটারী হিসেবে নিযুক্ত করেছিল। এখন আমরা আমাদের প্রত্যেকটি দেশের রাষ্ট্রদূতকে বলেছি যে, আপনারা ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক কাজগুলিও করবেন। হুযুর বলেন, এটি খুব ভাল কথা। কিন্তু কেবল ধর্মীয় স্বাধীনতার দিকে মনোযোগ দিলেই চলবে না, যাবতীয় প্রকারের স্বাধীনতার দিকটির প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে মানুষ সমস্ত প্রকার স্বাধীনতা উপভোগ করে।

সেক্রেটারী মহাশয় হুযুর আনোয়ার-কে প্রশ্ন করেন, আপনার কানাডা আগমণের উদ্দেশ্য কি? হুযুর বলেন, আমি এখানে আসি যাতে নিজের সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারি, তাদের পথ-প্রদর্শন করি, তাদের সমস্যাবলীর সমাধান করি, তাদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিই এবং তারা যেন নিজেদের দেশের প্রতি বিশ্বস্ত হয়। এছাড়াও আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাত করি, এবং আরও অন্যান্য প্রোগ্রাম আছে।

রিজাইনাতে মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ উত্থিত হলে আমীর সাহেব বলেন, আগামী বছর সিস্কাটনেও মসজিদ উদ্বোধনের অনুষ্ঠান আছে। মেম্বার অফ পার্লামেন্ট পামেলা গোল্ডস্মিথ বলেন, তিনি ভেনকুভর মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। হুযুর বলেন ব্যবস্থা হয়ে যাবে। উমুর খারজা সেক্রেটারী আসিফ খান সাহেব বলেন, আমরা ব্যবস্থা করে দিব।

হুযুর আনোয়ার মেম্বার অফ পার্লামেন্ট পামেলা মহাশয়াকে যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং বলেন, সেখানে আমাদের জলসা সালানা একটি ফার্মল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়। একটি অস্থায়ী বসতি গড়ে তোলা হয়। সমস্ত পরিকাঠামো অস্থায়ী হয়ে থাকে। এই যাবতীয় ব্যবস্থাপনা তিন দিনের জন্য হয়ে থাকে। খাদ্য প্রস্তুতি, খাদ্য পরিবেশন, আবাস-স্থান, যাবতীয় মৌলিক সুযোগ-সুবিধা, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং অস্থায়ী হাসপাতাল- মোট কথা আস্ত একটি অস্থায়ী শহর গড়ে তোলা হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থাপনা জলসার দুই-এক সপ্তাহ পূর্বে আরম্ভ হয় এবং জলসার দুই-এক সপ্তাহ পরে আপনি দেখবেন সেখানে কেবল ফার্মল্যান্ড পড়ে আছে।

মেম্বার অফ পার্লামেন্ট জুডি সিগরু সাহেবা বলেন, তিনি দুই বৎসর পূর্বে যুক্তরাজ্যের জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি অত্যন্ত সদর্থক প্রভাব নিয়ে ফিরে আসি। আমি সেখানে অনেকের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলাম যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছিলেন। সেখানে খুব ভাল সময় কেটেছিল। যদি তুমিও যাও সেখানে অনেকের সঙ্গে সাক্ষাত করবে। খুব ভাল সুযোগ ছিল এটি। হুযুর আনোয়ার-এর সঙ্গে এই তিনজন মেম্বার অফ পার্লামেন্টের সাক্ষাতপর্ব বেলা সওয়া বারোটা পর্যন্ত চলতে থাকে। (অবশিষ্ট পরের সংখ্যায়)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir